তারিখ 12 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

সমকাল

তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ফি পাঠানো যাবে

■ ওবায়দুল্লাহ রনি

উন্মুক্ত করা হচ্ছে তৃতীয়পক্ষের মাধ্যমে বিদেশে উচ্চশিক্ষার ফি পরিশোধ। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তৃতীয়পক্ষ ছাড়া টাকা জমা না নেওয়ায় শিক্ষার্থীদের সমস্যার কথা জানিয়ে প্রথমে দুটি ব্যাংক এ ধরনের অনুমোদন চেয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আবেদন করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে চলতি বছরের শুরুর দিকে বিদেশি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ও বেসরকারি খাতের ইস্টার্ন ব্যাংককে অনুমোদন দেওয়া হয়। আর গত এপ্রিল মাসে নতুন করে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বেসরকারি খাতের স্ট্যান্ডার্ড, ব্র্যাক ও দ্য সিটি ব্যাংককে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, দেশে বসে বা বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা একটি সময় সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি পরিশোধ করত। ঝামেলা এড়াতে বেশ কিছুদিন ধরে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি আর অর্থ না নিয়ে তৃতীয়পক্ষের মাধ্যমে সংগ্রহ করছে। তৃতীয়পক্ষ হলো সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা অনুযায়ী, সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ছাড়া টাকা জমার বিধান না থাকায় ব্যাংকগুলো শিক্ষার্থীর অনুকূলে অর্থ পাঠাতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে একটি প্রতারক চক্র গড়ে ওঠে।

ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে পড়ালেখা করেন খুলনার আসিফ ইসলাম জাফরি। গত বছর তৃতীয়পক্ষের মাধ্যমে ফি পরিশোধের নোটিশ পাওয়ার পর খানিকটা বিপাকে পড়েন তিনি। হঠাৎ একদিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখেন, অনলাইনের মাধ্যমে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা পরিশোধের সুযোগ নিয়ে এসেছে ক্যালকুলাস গ্রুপ ডটকম। এ ধরনের সুযোগের খবরে আসিফ ইসলাম জাফরি ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান সেখানে রেজিস্ট্রেশন করেন। সেমিস্টার ফি পরিশোধের জন্য ২০১৪ সালের ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা করে ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা জমা করে তাদের পরিবার। বেশ কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো এসএমএস না পাওয়ায় এ দুই শিক্ষার্থী যোগাযোগ করেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। সেখান থেকে জানানো হয়, অর্থ জমা না হওয়ায় বার্তা পাঠানো হয়নি।